রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ

জাতির গুণী সন্তানদের স্মৃতি বুকে ধারণ করে আছে

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে cwK¯vb সেনাবাহিনী তাদের সহযোগীদের সহায়তায় দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। ওরা নৃশংসভাবে খুন করেছিল দেশের সেরা শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, Pjw”Pî পরিচালক ও অন্য পেশাজীবীদের। বাংলার সেসব mh mšÍv‡bi প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকার রায়ের বাজার ইটখোলায় নির্মাণ করা হয়েছে একটি স্মৃতিসৌধ (যেখানে তাদের ধরে এনে খুন করা হয়েছিল)।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকার এটি নির্মাণের wm×vš গ্রহণ করে। গৃহায়ণ ও MYcZ gš¿Yvjq ও ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক যৌথভাবে এর নকশা প্রণয়নের জন্য প্রতিযোগিতা আহবান করে। ২২টি নকশার মধ্যে স্থপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও জামি আল সফি প্রণীত নকশাটি নির্বাচিত হয়। এরপর ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ এই তিন বছরে MYcZ বিভাগ এর নির্মাণকাজ শেষ করে।

৩.৫১ একর জমির ওপর নির্মিত সৌধটির gj বেদি iv¯v থেকে ২.৪৪ মিটার উঁচু এবং ১৫.২৪ বর্গাকার একটি গ্রিল দ্বারা বিভক্ত। সৌধের প্রধান অংশটি ১৭.৬৮ মিটার উঁচু, ০.৯১ মিটার পুi“ ও ১১৫.৮২ মিটার দীর্ঘ একটি ইটের তৈরি বাঁকানো দেয়াল। এটি রায়ের বাজারের আদি ইটখোলার প্রতীক, যেখানে বুদ্ধিজীবীদের মৃতদেহগুলো পড়েছিল। দেয়ালটির দু'দিক ভাঙা, যা ঘটনার দুঃখ ও শোকের গভীরতা নির্দেশ করছে। দেয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে ৬.১০ মিটার বর্গায়তনের একটি জানালা আছে। এটি দিয়ে পেছনের আকাশ দেখা যায়। বাঁকা দেয়ালের সম্মুখভাগে একটি স্থির জলাধারা আছে। এর ভেতর দিয়ে কালো গ্রানাইড পাথরের একটি ¯¤ উঠে এসেছে। এটি শোকের প্রতীক। স্মৃতিসৌধের প্রধান প্রবেশপথের ধারে তৈরি করা হয়েছে একটি কৃত্রিম বটগাছ। '৭১ সালে এখানে একটি বটগাছ ছিল, যার নিচে বুদ্ধিজীবীদের প্রথম ধরে এনে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে, পরে ইটখোলায় নিয়ে হত্যা করে। চিরসবুজ এই গাছটি ছাড়া এই চত্বরে আর যেসব গাছ লাগানো হয়েছে সেগুলোর পাতা ডিসেম্বর মাসে ঝরে যায়। এ দৃশ্য ২৫ ডিসেম্বর বার্ষিক অনুষ্ঠানের সময় পরিবেশকে আরো ভাবগম্ভীর করে তোলে।

e`i“j আলম নাবিল